রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, মে ৩১, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
উন্নয়ন-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬/২০ মে ২০১৯

নং ২৮.০০.০০০০.০১৬.৯৯.০১৫.১৫-২২১।—'বেসরকারি খাতে এলএনজি স্থাপনা নির্মাণ, আমদানি ও সরবরাহ নীতিমালা-২০১৯' প্রজ্ঞাপনটি এতদসঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

বেসরকারি খাতে এলএনজি স্থাপনা নির্মাণ, আমদানি ও সরবরাহ নীতিমালা-২০১৯

১। ভূমিকা

বিদ্যুৎ, সার-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সিএনজি এবং গৃহস্থালী খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার এবং দেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের মজুদ হ্রাস পাওয়ায় বর্তমানে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির কারণে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। এ প্রেক্ষাপটে, দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের বিকল্প অন্যতম উৎস হিসেবে আমদানিকৃত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বা এলএনজিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ এবং এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার জিটুজি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানিপূর্বক রিগ্যাসিফাইড এলএনজি জাতীয় গ্রীডে সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকেও উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

যেহেতু, বেসরকারি উদ্যোগে এলএনজি আমদানি করে রিগ্যাসিফাইড এলএনজি স্ব স্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র/শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র/ শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন; সেহেতু এলএনজি স্থাপনা নির্মাণ, আমদানি, মজুদ, রি-গ্যাসিফিকেশন ও সরবরাহসহ সকল কর্মকাণ্ডে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হ'ল :

২। শিরোনাম :

এ নীতিমালা 'বেসরকারি খাতে এলএনজি স্থাপনা নির্মাণ, আমদানি ও সরবরাহ নীতিমালা-২০১৯' নামে অভিহিত হবে।

৩। সংজ্ঞা : বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়—

(ক) "এলএনজি" অর্থ পেট্রোবাংলার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী আমদানিকৃত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস।

(খ) "রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি" অর্থ এলএনজি হতে পুনরায় পেট্রোবাংলার স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস।

(গ) "রি-গ্যাসিফিকেশন প্ল্যান্ট" অর্থ যে প্রসেস প্ল্যান্টের মাধ্যমে এলএনজি-কে গ্যাসে রূপান্তর করা হয়।

(ঘ) "এলএনজি মানদণ্ড" অর্থ এলএনজি প্রস্তুত, স্টোরেজ, পরিবহন, রি-গ্যাসিফিকেশন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সকল মানদণ্ড।

৪। বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের যোগ্যতা :

(ক) বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের এলএনজি আমদানি, মজুদ, রি-গ্যাসিফিকেশন ও সরবরাহের নিমিত্ত অবকাঠামো নির্মাণের অর্থায়নের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে সরকারি আদেশ দ্বারা নির্ধারিত প্রমাণিত আর্থিক সামর্থ থাকতে হবে;

(খ) উদ্যোক্তাদের বিদ্যুৎ/জ্বালানি/ভারী শিল্প খাতে কোন প্রকল্প নির্মাণ/পরিচালনার ০৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা উদ্যোক্তা অন্য কোন পক্ষের সাথে কনসোর্টিয়াম গঠন করে থাকলে উক্ত পক্ষের এলএনজি খাতে কোন প্রকল্প নির্মাণ/পরিচালনার ০৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৫। এলএনজি অবকাঠামা (Infrastructure) নির্মাণ, আমদানি, মজুদ ও রিগ্যাসিফিকেশন :

(ক) বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অনুমতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী জেটি/আনলোডিং প্লাটফর্ম, স্টোরেজ ট্যাংক এবং রি-গ্যাসিফিকেশন প্ল্যান্টসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (Infrastructure) নির্মাণ করতে পারবেন;

(খ) বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ এলএনজি/রিগ্যাসিফাইড এলএনজি নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করতে পারবেন। উদ্যোক্তাগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্যও এলএনজি আমদানি করতে পারবেন;

(গ) এলএনজি আমদানির ক্ষেত্রে সরকারের আমদানি নীতি/আদেশ এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকল বিধি-বিধান ও পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ এবং প্রতিপালন করতে হবে;

(ঘ) বেসরকারি খাতে এলএনজি আমদানি ও সরবরাহের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্স, ভ্যাট, অন্যান্য কর পরিশোধ করতে হবে;

(ঙ) এলএনজি আমদানি, সরবরাহ ও প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটি, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন্দর কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসন, বিস্ফোরক পরিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিসসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। এছড়া প্রচলিত বিধান অনুযায়ী বিইআরসি/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৬। **এলএনজি আমদানি প্রক্রিয়া :**

৫(ক) ধারা মোতাবক প্রয়োজনীয় এলএনজি অবকাঠামো (Infrastructure) নির্মাণের পর উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর অনাপত্তি (NOC) নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগ এবং নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় পেট্রোবাংলা অনুমোদিত Specification সহ এলএনজি'র আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বজায় রেখে এলএনজি আমদানি করতে পারবে।এরূপ প্রক্রিয়ায় প্রথম বছর এলএনজি আমদানির পর পরবর্তী বছরগুলোতে একইভাবে অনাপত্তি (NOC) নিয়ে অনুমোদন নবায়ন করতে হবে। প্রতি বছর অনাপত্তি (NOC) গ্রহণের আবেদনের সাথে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে।

(ক) আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক, কারিগরি এবং মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য সকল সক্ষমতা এবং যোগ্যতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী);

(খ) বেসরকারি উদ্যোক্তাকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য প্রতি বছর যে পরিমাণ গ্যাসের প্রয়োজন হবে, তাঁর যৌক্তিকতাসহ প্রাক্কলন;

(গ) বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ রিগ্যাসিফাইড এলএনজি বিক্রয়ের জন্যে এলএনজি আমদানি করতে আগ্রহী হলে নিজস্ব উদ্যোগে সংগৃহীত গ্রাহক/গ্রাহকগণের নাম, ঠিকানা ও চাহিদাকৃত জ্বালানির পরিমাণ উল্লেখসহ গ্রাহক/গ্রাহকগণ উক্ত উদ্যোক্তার নিকট থেকে বর্ণিত চাহিদা মোতাবেক জ্বালানি গ্রহণ করতে আগ্রহী মর্মে সম্মতিপত্র;

৭। বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ নিম্নেবর্ণিত প্রক্রিয়া/পদ্ধতি অনুসরণ করে গ্রাহকের নিকট গ্যাস সঞ্চালন/সরবরাহ করতে পারবেন:

(১) সরকার/সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে এলএনজি এবং রিগ্যাসিফাইড এলএনজি পরিবহনের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত International Standard Insulated Cryogenic এলএনজি ট্যাংকে এলএনজি পরিবহন করতে হবে। উল্লেখ্য, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ISO container অথবা Cryogenic storage tank আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী রিফুয়েলিং করতে পারবে।

(২) বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ সরকারের অনুমতি নিয়ে গ্যাস ট্রান্সমিশন/ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন নির্মাণ করে গ্যাস সঞ্চালন/সরবরাহ করতে পারবেন।

(৩) পেট্রোবাংলা'র ট্রান্সমিশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের Capacity অব্যবহৃত (Unutilized) থাকলে পেট্রোবাংলা'র পূর্বানুমতি নিয়ে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ পেট্রোবাংলার ট্রান্সমিশন/ডিস্ট্রিবিউশন লাইন ব্যবহার করে গ্যাস সঞ্চালন/সরবরাহ করতে পারবেন; এক্ষেত্রে, বেসরকারিভাবে আমদানিকৃত এলএনজি ট্রান্সমিশন/ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য পৃথকভাবে Wheeling Charge নির্ধারণ করা হবে এবং তা পরিশোধ করতে হবে।

৮। **রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি'র বিক্রয় ও মূল্য নির্ধারণ :**

(ক) উদ্যোক্তাগণ নিজস্ব গ্রাহকের নিকট সরবরাহতব্য রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি'র মূল্য উভয়পক্ষ (ক্রেতা ও বিক্রেতা) আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারবেন এবং এ বিষয়ে ক্রেতাগণের সাথে স্বাধীনভাবে চুক্তি করতে পারবেন;

(খ) বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার ও তাঁদের গ্রাহকদের প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের পর রিগ্যাসিফাইড এলএনজি'র উদ্বৃতাংশ (যদি থাকে) পেট্রোবাংলার চাহিদা/প্রয়োজন থাকলে পেট্রোবাংলার Specification অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে পেট্রোবাংলার নিকট বিক্রয় করতে পারবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক আমদানিকৃত রিগ্যাসিফাইড এলএনজি'র সর্বোচ্চ ২৫% নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পেট্রোবাংলার Specification অনুযায়ী পেট্রোবাংলা ক্রয় করতে পারবে। এক্ষেত্রে পেট্রোবাংলার ক্রয়তব্য রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি'র ক্রয়মূল্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

৯। **অনুসরণীয় বিধানাবলী :**

এ নীতিমালায় প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত Codes, Standards, Laws এবং বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট আইন এবং অন্যান্য নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হবে।

১০। **পরিদর্শন :**

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিইআরসি, পেট্রোবাংলা/আরপিজিসিএল অথবা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/পেট্রোবাংলা/আরপিজিসিএল কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান যে কোন সময় এলএনজির আমদানির জাহাজ, আনলোডিং টার্মিনাল/জেটি, এলএনজি স্টোরেজ ট্যাংক, রি-গ্যাসিফিকেশন প্লান্ট ও সরবরাহ ব্যবস্থা পরিদর্শনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে। পরিদর্শনকালে প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার চাহিদা অনুযায়ী তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং কোন প্রকার সুপারিশ থাকলে তা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে।

১১। **অনুমতি/অনাপত্তি (NOC) বাতিলের ক্ষমতা :**

পেট্রোবাংলার Specification অনুযায়ী এলএনজি আমদানি এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী আনলোডিং, স্টোরেজ, রি-গ্যাসিফিকেশন ও সরবরাহ না করলে অথবা পরিদর্শনকালে ত্রুটি পাওয়া গেলে অথবা সরকার/পরিদর্শকগণের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন না করলে এলএনজি আমদানির অনুমতি বা অনাপত্তিপত্র (NOC) সাময়িক/স্থায়ী ভাবে বাতিল করার অধিকার সরকার সরক্ষণ করে।

১২। **নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা :**

এই নীতিমালায় কোন অস্পষ্টতা থাকলে এবং কোন অনুচ্ছেদ বা বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে পরিগণিত হবে।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd